দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 19 JUN 2015
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

আমাদের উচ্চশিক্ষার এই দীনদশা কেন

সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা শতাধিক। তথাপি চলতি বৎসর এশিয়ার মর্যাদাপূর্ণ ১০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় স্থান পায় নাই বাংলাদেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়। যুক্তরাজ্যের লন্ডনভিত্তিক সাপ্তাহিক টাইমস হায়ার এডুকেশন (টিএইচই) পরিচালিত এই জরিপে চীনের ২১টি, জাপানের ১৯টি এবং ভারতের ৯টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থান করিয়া লইয়াছে। এমনকী স্থান পাইয়াছে সৌদি আরবের দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়—যাহার উচ্চশিক্ষার ইতিহাস ততটা সমৃদ্ধ নহে। সেই তুলনায় আমাদের উচ্চশিক্ষা এখন অনেকটা পরিণত বয়স্ক। শতবর্ষের দ্বারপ্রান্তে আসিয়া উপনীত হইয়াছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। শুধু তাহাই নহে, একদা 'প্রাচ্যের অক্সফোর্ড' বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে দেশেবিদেশে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ স্বাধীন হইয়াছে, তাক-লাগানো সাফল্যও অর্জিত হইয়াছে সমাজ ও অর্থনীতির নানা ক্ষেত্রে। সঙ্গত কারণেই এশিয়ার মর্যাদাপূর্ণ ১০০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় কেন বাংলাদেশের ঠাঁই হইল না—সেই প্রশ্ন উপেক্ষা করা কঠিন।

জরিপে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে শিক্ষাদানের পরিবেশ, গবেষণা, গবেষণার ফলাফল ও আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির দৈন্যদশার বিষয়টি দেশবাসীর একেবারে অজানা নহে। তবু বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর আবদুল মান্নানকে এই কারণে ধন্যবাদ জানাইতে হয় যে, ইত্তেফাকে প্রকাশিত এক নিবন্ধে তিনি বিশদভাবে চিত্রটি তুলিয়া ধরিয়াছেন। অবস্থা অনেকটা এমন যে 'সর্বাঙ্গে ব্যথা ঔষধ দিব কোথা'। হতাশ হইবার মতো বিষয় অনেক। তন্মধ্যে অতিশয় বিস্ময়কর তথ্যটি হইল, অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ওয়েবসাইট 'মারাত্মকভাবে দুর্বল'। কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের নাকি ওয়েবসাইটই নাই। দ্রুত অগ্রসরমান বিশ্ববাস্তবতার সহিত তাল মিলাইয়া দেশ যখন ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের পথে আগাইয়া যাইতেছে, তখন দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির এই দৈন্যদশা কি ভাবা যায়? প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, জরিপে ব্যবহৃত উপাত্তের সিংহভাগই সংগৃহীত হইয়াছে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ওয়েবসাইট হইতে। তথ্যপ্রযুক্তির অভাবনীয় অগ্রগতির এই যুগে হালনাগাদকৃত তথ্যের জন্য আগ্রহী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানমাত্রই সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটের শরণাপন্ন হইবে—তাহাতে অবাক হইবার কিছু নাই। কিন্তু গোড়াতেই যদি এমন গলদ থাকে তাহা হইলে তীব্র প্রতিযোগিতাময় বিশ্বে আমরা আগাইব কিভাবে?

সামগ্রিকভাবে আমাদের উচ্চশিক্ষার মান যে আশাব্যঞ্জক নহে—তাহা জানিবার জন্য বাহিরের কোনো জরিপের প্রয়োজন পড়ে না। শিক্ষার সহিত সংশ্লিষ্ট সকলেই বিষয়টি জানেন এবং দীর্ঘদিন যাবৎ নানাভাবে তাহা উত্থাপিত ও আলোচিত হইয়া আসিতেছে। বিশেষ করিয়া পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মানের নিম্নগামিতার মুখ্য কারণসমূহ চিহ্নিত করা হইয়াছে বিভিন্ন সময়ে। শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ না থাকা, গবেষণার ক্ষেত্রে মারাত্মক দীনতা, শিক্ষক নিয়োগে অস্বচ্ছতা ও পক্ষপাতদুষ্টতা এবং শিক্ষকদের ক্লাসে অনুপস্থিতির মতো গুরুতর সমস্যাগুলি তুলিয়া ধরা হইয়াছে সুনির্দিষ্টভাবে। গুটিকয় ব্যতিক্রম বাদে বেশিরভাগ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা যে আরও শোচনীয় তাহাও সংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারক মহলের অজানা নহে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে উত্তরণের কোনো আলামত দেখা যাইতেছে না অদ্যাবধি।

বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার স্বপ্ন দেখিতেছে। কিন্তু শিক্ষা তথা জ্ঞানবিজ্ঞানে পিছাইয়া থাকিলে বিশ্বায়নের এই যুগে প্রতিযোগিতায় টিকিয়া থাকাও যে কঠিন হইয়া পড়িবে—তাহা বলার অপেক্ষা রাখে না। উপর্যুক্ত লক্ষ্য অর্জনে শিক্ষাই যে শ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ তাহাতে তিলমাত্র সন্দেহ নাই। অথচ শিক্ষা ক্ষেত্রে আমাদের বিনিয়োগ যে বিশ্বে সর্বনিম্ন, খোদ শিক্ষামন্ত্রীই সম্প্রতি তাহা অকপটে স্বীকার করিয়াছেন। বিনিয়োগ অবশ্যই বাড়াইতে হইবে। একই সাথে নিশ্চিত করিতে হইবে তাহার সর্বোত্তম ব্যবহারও। বলা বাহুল্য যে, ইহার জন্য শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও সরকারের সম্মিলিত সদিচ্ছার কোনো বিকল্প নাই।